# ওরা কথা রেখেছে

বনি আমিন

দীর্ঘদিন ধরে ওরা নিভৃতে প্রচার চালিয়ে আসছিল ওদের প্রথম অনুষ্ঠান 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' এর জন্যে। যারা শুনেছে তাদের অনেকে নাক কুঁচকে বলেছিল, 'বলে কি ওরা, দেশ থেকে শিল্পী এনে কত রথি-মহারথি সংগঠন কুল পায়না সিডনীতে, আর কোথাকার কোন ঐকতান উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছে তৃষিত বাংলাদেশী দর্শকদের হৃদয়ে এখানে। তাও আবার পুরানো দিনের গান!' তবুও থেমে থাকেনি ওদের অনুশীলন ও সাধনা। ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে এগিয়ে চলে সকল কিছু। গত ৪ঠা মার্চ ঐকতান নামের সংস্কৃতিক দলটি সত্যি সত্যি সাহসের ডানায় ভর করে ঠিক সময়ে বারউড গার্লস স্কুল মিলনায়তনে একাই উড়ে এসে বসে। সুর্য ঢলে যাওয়া সময় থেকে ধীরে ধীরে দর্শকরা সমবেত হতে থাকে। অতি নগন্য অংক বলে অনেক দর্শক ৫ ডলারের টিকেটটি বাইরের আউটলেট থেকে কেনেননি, ভেবেছে কাউন্টারে গেলেই পাওয়া যাবে। সে অনুযায়ী ঐকতান হলের বাইরে তাদের টিকেট কাউন্টার বসিয়েছিল সে সাথে স্নেক্স ও রাতের খাবারের ছোট্ট একটি পষরাও সাজিয়েছিল। সন্ধ্যার সাথে সাথে দেখা গেল দলে দলে সকলে আসছে এবং এক পর্যায়ে কাউন্টারের সামনে টিকেটের লাইনও পড়ে গেল। সামান্য কিছু ট্যেকনিকেল সমস্যা থাকাতে অনুষ্ঠানটি আধা ঘন্টার একটি বিলম্বিত ধাক্কা খায়। দর্শক-শ্রোতারা এতে কেউ বিরক্ত হয়নি বরং সকলের মধ্যে একটি উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাব লক্ষ্য করা গেছে। সন্ধ্যা ৭টার সাথে সাথে সকল শিল্পী ও কুশলীদের সারি বেঁধে মঞ্চে বসে যেতে দেখা গেল। মুল অনুষ্ঠান শুরুর আগে মাইকে সবাই তাদের সুরের গলাটিকে একটু পরখ করে দেখে নিল। মঞ্চটি অত্যন্ত সাদামাটা অথচ আকর্ষনিয় ভাবে সাজানো হয়েছিল। আলোকসজ্জার মধ্যে ছিল ব্যতীক্রমধর্মি রুচী'র স্বাদ। শব্দনিয়ন্ত্রন ও পরিবেশনার মান গত কয়েক বছরের মধ্যে সিডনীতে কোন বাংলাদেশী মহারথী-শিল্পীদের অনুষ্ঠানেও এমনটি হয়েছিল কিনা কয়েকজন দর্শককে জিজ্ঞেস করে আমি তাদের স্মৃতির নির্জাস থেকে কিছু পাইনি।

স্মৃতির সৈকত থেকে গাইছেন সুকণ্ঠি রুবিনা হাসান

কী-বোর্ডে ছিলেন শিল্পী আতিক হেলাল, তবলায় বিখ্যাত বাজিয়ে জিয়াউল ইসলাম, অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিল ইশ্বর-প্রদত্ত কণ্ঠের অধিকারী সাইফুর রহমান। সকলেই আমার সাথে একই কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে সাইফুরের মত উপস্থাপনার কণ্ঠ নিয়ে এ যাবত সিডনীতে কোন বাংলাদেশী আসেননি। তার সাথে উপস্থাপনার জুটি ছিলেন স্বপ্না শাহনেওয়াজ। গীটারে ছিল

অবাংগালী মদন লেপচা। কলাকুশলীরা সকলে ছিল মঞ্চের পেছনের সারীতে আর কণ্ঠশিল্পীরা সকলে সারিবেঁধে ছিল সামনে বসা। অনুষ্ঠানটির মুল উদ্যেক্তা ও গায়ক ইসমাইল হোসেন বাদল ছিল সর্ব বাঁয়ে তার গা ঘেঁষে পাশের মাইকে ছিল তার স্ত্রী সুকণ্ঠি গায়িকা রুবিনা হাসান, তারপরের মাইক দুটিতে তরুন দম্পতী আনিসুর রহমান ও রোকসানা রহমান। সর্বডানের দম্পতী ওয়াসীফ আহমেদ শুভ ও তার স্ত্রী ফরিদা হাসান মুন্নী। ঐকতানের গায়করা মুলত সকলে বৃহত্তর একটি পরিবারের সদস্য। সিডনীতে এর আগে কেউ একই পরিবারে এত সংস্কৃতিমনা সদস্য দেখেনি।

বাঁ থেকে তৃতিয়, আনিসুর রহমান গাইছেন

প্রথম গানটি গেয়েছেন এ অনুষ্ঠানের পরিচালক বিখ্যাত গাইয়ে আতিক হেলাল। তিনি সৈয়দ আবদুল হাদী'র 'জন্ম থেকে জলছি মাগো' গানটি গেয়ে শ্রোতাদের স্মৃতির সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর একে একে সকলে কখনো দ্বৈত, কখনো সমবেত অথবা এককভাবে পুরানোদিনের সিনেমার গান গেয়ে শ্রোতাদের স্মৃতি'র সৈকতে নিয়ে এসেছেন। হলে'র ডান পাশে একটি রূপালী পর্দায় প্রতিটি গানের 'অরিজিনাল ট্র্যাক' ও সংশ্লিষ্ঠ সিনেমার অংশবিশেষ শুরুতে দেখানো হতো। দুলাইন পরই মঞ্চে উপবিষ্ঠ শিল্পী তার কণ্ঠে গানটিকে জীবন্ত করতে সুরেলা কণ্ঠে গেয়ে উঠত। সকলে বিমুগ্ধ নয়নে শুধু চেয়েছিল মঞ্চের দিকে, আর বলছিল 'অপুর্ব, অপুর্ব'। প্রতিটি গানের শেষে মুর্হুমুহু তালিতে পুরো হল যেন ফেটে পড়ছিল। সুরের ঝঙ্কার ও মুর্ছনায় প্রতিটি মুহুর্তে অনুষ্ঠানটি ছিল মোহনীয়। পিন-পতন শব্দ পুরো হলে, এমনকি অবাধ্য অথবা দুগ্ধপায়ী শিশুটিও সেদিন ছিল মায়ের আঁচলে নিশ্চুপ ও স্থির।

অনুষ্ঠানে দর্শকদের একাংশ, দেখা যাচ্ছে শিশুরাও নিশ্চুপ বসে আছে

বিরতীর আগে ছোট্ট একটি মেয়ে আফ্রিদা 'আল্লা মেঘ দে' গানের তালে তালে তার নিপুন নাচ দিয়ে সকল দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। বিরতী'র পর-পরই সিডনীর একালের শ্রেষ্ঠ নাচিয়ে ও সুন্দরী মেয়ে সেতু 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গানটির সাথে অপুর্বভাবে নেচেছিল। সিডনীতে বহুবার ওর নাচের সুনাম শুনেছি কিন্তু নিজ চোখে আমার মত হয়তো

অনেকেই কখনো দেখিনি। কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠানে সেতু'র নৃত্যকলা দেখে কোন দর্শক মন থেকে প্রবাসে লালিত তার এ অভাবনিয় প্রতিভাকে ভুলতে পারবেনা। গায়িকা রুবিনা হাসান, তরুন দম্পতী আনিসুর রহমান ও রোকসানা রহমানের কণ্ঠে গাওয়া প্রতিটি গানের সুর, লয় ও তাল আদি-সুরের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

বাবা ডঃ সুলতান মাহমুদের সাথে ধন্যি মেয়ে সেতু ও মা'য়ের সাথে একমাত্র ছোট বোন

'ঝড়েরো পাখি হয়ে উড়ে, যেতে হবে কত দুরে' সমবেত কণ্ঠের গানটি দিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রায় রাত দশটার কাছাকাছি সময়ে শেষ হয়। প্রতিটি দর্শক-শ্রোতা তৃপ্তিভরে সেদিন ঘরে ফিরেছিল, সকলের মুখে ঘরে ফেরা অবদি আনন্দের রেষটুকু লেগে ছিল। সকলের মনে একই কথা আবার কবে দেখবো ঐকতানকে, কবে ওরা আবার ফিরে আসবে। বিদেশ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার ঢেলে শিল্পী না এনেও ঘরের শিল্পী দিয়ে কত সুন্দর ও আকর্ষনীয় সংগীতানুষ্ঠান করা যায়, নবগঠিত ঐকতান সিডনী'র বুকে তা সেদিন প্রমান করে দিলেন। যে প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশী সংস্কৃতিপ্রেমী পিয়াসীদের ওরা দিয়েছিল তা থেকে বিন্দুমাত্র ওরা বিচ্যুত হয়নি, একবাক্যে উপস্থিত সকল দর্শক তা মেনে নিয়েছে। 'যুগ-যুগ বেঁচে থেক ঐকতান, ফীবছর সুরের মুর্ছনায় আমাদের তোমরা বাংলা মা'য়ের কাছে নিয়ে যেও', এ ছিল সকলের বুকভরা আশির্বাদ ও কামনা সেদিন।

বনি আমিন, কর্ণফুলী, সিডনী, ০৬/০৩/২০০৬